# অ্যারিস্টটল কি বলেছিলেন নারীরা ত্রুটিযুক্ত?

**হ্যাঁ, সে বলেছিল।** অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতো যে পুরুষেরা উচ্চপদস্থ, নারীরা নিম্ন পদস্থ। সাবধানতা: এর পরবর্তী তথ্য হয়তো আপনাকে আঘাত করতে পারে। অ্যারিস্টটলের চিন্তা ছিল, পুরুষেরা বীর্য উৎপাদন করতে পারে, নারীরা পারে না এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। পুরুষের এই সক্ষমতা বা নারীর এই অক্ষমতার জন্য অ্যারিস্টটল পুরুষকে উর্ধ্বতন এবং নারীকে ত্রুটিযুক্ত পুরুষ বলেছেন। তার বেশ কিছু, প্রভাব বিস্তারকারী লেখায় তিনি লিখেছেন..

মূল শব্দ

**κεφαλη**

*kephale* = মস্তক

*"নারীদেরকে মনে হয় সে যেন একটি অস্বাভাবিক পুরুষ।"*

*"একজন ছেলে নারীর শরীরকে প্রতিফলিত করে, এবং নারী হলো একটি অনুর্বর পুরুষ।...*
*বীর্য উৎপাদনে অক্ষম...তাদের চরিত্রের শীতলতার জন্য।."*

**অ্যারিস্টটলের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা**

৩৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে দার্শনিক অ্যারিস্টটল অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক বই লিখেছিলেন। একটি বইয়ের নাম ছিল,"অন দ্য জেনারেশন অব অ্যানিম্যালস।" এতে তিনি বর্ননা করেছেন কিভাবে প্রানীরা বংশ বিস্তার করে, বিশেষত মানুষ। তিনি লক্ষ্য করেছেন, মানুষের মাথায় বেশ কয়েকটি তরল পদার্থ রয়েছে- চোখ, কান, নাক এবং মুখ। তিনি এমন চিন্তা করেছেন, যে পুরুষের মাথায় তরল জাতীয় পদার্থ তৈরি হয় যার নাম বীর্য যাতে খুবই "ক্ষুদ্র, পরিপূর্ণ মানুষ" থাকতো। তিনি ভাবতেন যে বীর্য মেরুদন্ড দিয়ে নিচে নেমে পুরুষের শরীরের বাইরে আসতো এবং নারীর শরীরে প্রবেশ করতো। তার মতে পুরুষের শারিরীক মস্তক/মাথা ছিল জীবনের উৎস!

পুরুষ বীর্য উৎপাদন করতে পারতো নারী পারতো না তাই নারী ছিল অসম্পূর্ণ, বিকৃত, বিকলাঙ্গ। যেখানে পুরুষেরা জীবনের বীজ উৎপাদন করতো সেখানে নারীরা ছিল শুধু মাটি, যারা ওই বীজ গ্রহণ করতো। অ্যারিস্টটল শিক্ষা দিতেন যে নারীরা সন্তানদের একটি বড় হওয়ার স্থান ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারে না।

## *KEPHALE* = মস্তক/মাথা= জীবনের উৎস

**অ্যারিস্টটল কি বলেছেন তাতে কার কি আসে যায়?**

অ্যারিস্টটল পশ্চিমা সংস্কৃতিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রভাবিত করেছেন। তিনি পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠতা ও নারীর হীনতাকে প্রচার করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, পুরুষের মস্তিষ্ক থেকেই জীবন শুরু। প্রেরিত পৌল গ্রীকদের কাছে পত্র লিখেছেন যাদের পৃথিবী সম্পর্কিত ধারণা অ্যারিস্টটলের মতোই ছিল। যখন পৌল কেফ্যালে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তিনি জানতেন লোকেরা বুঝতে পারবে এটি বলতে তিনি জীবনের উৎস/শুরুর বিন্দু/যেখান থেকে কিছু শুরু হয় এই বুঝিয়েছেন। (দেখুন, পুরুষ তাহলে নারীর মস্তক/মাথা কি না?।)

প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলসীয় ২:১৯ আয়াতে পৌল বলেছেন, মস্তকের সাথে বিচ্ছিন্নতার ফল কি.. বৃদ্ধির অভাব(দর্শনের, নেতৃত্বের বা নির্দেশনার অভাব নয়)। "কিন্তু সেই মস্তক ধারণ করে না, যাহা হইতে সমস্ত দেহ, গ্রন্থি ও বন্ধন দ্বারা পরিপুষ্ট ও সংসক্ত হইয়া, আল্লাহ্ওহী বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইতেছে।" পৌলের পাঠকেরা কেফ্যালে অর্থ বস, কর্তৃত্বকারী বা নেতা ভাবেননি। যদি পৌল কর্তৃত্বের কথা বুঝাতে চাইতেন তাহলে তিনি সাধারণ গ্রীক শব্দ *exousia* ব্যবহার করতেন।

**উপসংহার**

অ্যারিস্টটল সংস্কৃতিকে আকৃতি দিয়েছেন। যখন পৌল কেফ্যালে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তখন প্রথম শতাব্দীর গ্রীক পাঠকবর্গ অ্যারিস্টটলের চিন্তা মতোই বুঝতো। আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, কেফ্যালে অর্থ, কর্তৃত্ব নয় বরং জীবনের উৎস,বৃদ্ধি ইত্যাদি শব্দ উপযুক্ত অর্থবহতা আনে।

*** অ্যারিস্টটলের উৎস**

*দ্য জেনারেশন অব অ্যানিম্যালস* ২.৩ *(৭৩৭ এ) এবং* ১.২০*(৭২৮ এ)*

**চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন**

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?